নিবেদন

সভ্যতার আদিম লগ্নে ভাষাহীন মানুষ জীবনধারণের তাগিদেই তৈরি করে নিয়েছিল কিছু 'মৌখিক শব্দ'। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা পরিণত হয় 'ভাষায়'। ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে সেইসব ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাবিজ্ঞান। এক-একটি জনগোষ্ঠীই হল এক-একটি আঞ্চলিক ভাষার স্রষ্টা। আমরা জানি ভাষা গতিশীল। তার ধারক ও বাহক জনগোষ্ঠী তথা জনসমাজ। জনগণের মুখে ভাষা প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে। প্রাচীনত্বের দোষে অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও এখনও বহু শব্দ বিদ্যমান যা আমাদেরকে এখনও সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করে। এ ভাষা আমাদের একান্ত আপন ও নিজস্ব সম্পদ। একই জল-হাওয়া-মাটি ও মানুষের মধ্যে পরিবর্ধিত ও পরিচর্তিত হয়ে পল্লি সমাজের বিবর্তন ক্ষেত্রে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মীকরণ ও আত্ম প্রত্যয়ের সুদৃঢ়করণে এইসব আঞ্চলিক ভাষা এখনও টিকে আছে, অপেক্ষা করছে যথাযথ মূল্যায়নের। তারই ফলশ্রুতি এই গবেষণা - অভিসন্দর্ভটি।

আমার গবেষণা-অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ''ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ভাষা সমীক্ষা''। লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষা যে ভাষাবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, এই অভিমত অধিকাংশ পণ্ডিতেরই। ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরের বীরভূম জেলার আঞ্চলিক ভাষা, বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। এ অঞ্চলের গ্রাম্য বা কথ্যভাষার একটা নিজস্ব বলিষ্ঠতা রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত বীরভূম জেলার ভাষা বৈচিত্র্য, বিশেষত ধ্বনিমাধুর্য, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, রূপতত্ত্ব, বাক্যের প্রয়োগ কৌশল প্রভৃতির চমৎকারিত্ব আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। অধিকাংশ বাক্য ও শব্দাবলী স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। আমিও বীরভূমের ভূমিপুত্র। সেই সুবাদে আমার অভিজ্ঞতাকে এই অভিসন্দর্ভের নানা স্থানে কাজে লাগিয়েছি। নিরক্ষর অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রেমী, সমাজসচেতন মানুষজনের অকৃত্রিম সহযোগিতা আমাকে এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে উদ্যোগী করে তুলেছে। পাশাপাশি জ্ঞান অন্বেষার ক্ষেত্রে আমি বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বহু গ্রন্থ ও রচনাদি থেকেও প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছি। জ্ঞানী-গুণী, খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষের কাছ থেকে পাওয়া বহু মূল্যবান তথ্যাদি, মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ আমার গবেষণার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

এ প্রসঙ্গে গবেষণা এবং পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপে সস্নেহ পরামর্শ দিয়ে আমাকে দিক নির্দেশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পি-এইচ. ডি.

অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়। আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে ভক্তিনম্র প্রণাম জানাই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউলদা (ড. মীর রেজাউল করিম) গবেষণা কর্মকে সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বদা সস্নেহে তাগাদা দিয়েছেন। তাঁর প্রেরণা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার পিতা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাস নানান সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি চিরঋণে আবদ্ধ। আমার মা শ্রীমতি বাসন্তী দাস সংসারের নানারকম প্রতিকূলতাকে এবং নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে যেভাবে নানা পরামর্শ দিয়েছেন তাতে তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। এছাড়াও প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. নিখিলেশ রায়, ড. জগদীশচন্দ্র রায়, ড. কিশোরীরঞ্জন দাস, ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়, কণিকা দাস, গৌতম সাহা, কল্যাণী দাস, মদন দাস, গদাধর মণ্ডল, জগন্নাথ দাস। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই অভিসন্দর্ভটি তৈরি করতে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতি বহ্নিশিখা দাসের প্রতি মুহূর্তের উৎসাহ ও সহৃদয় সক্রিয়তা আমাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছে, নিত্য কর্মোদ্যম জুগিয়েছে। তাঁর সাহায্য সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল। আমার পুত্র শ্রীমান বঙ্গাব্দ বয়সোচিত টুকিটুকি নানা কাজে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছে। আমি তাকে আশীর্বাদ জানাই। আমার ভাই পার্থ দাস নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। অক্ষর বিন্যাসে বুবুন কুমার বর্মণ নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগার, যেমন — জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, সিউড়ি রতন গ্রন্থাগার, রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল মহকুমা গ্রন্থাগার, ইসলামপুর মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার -এ আমি গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় ও দুর্লভ গ্রন্থাদি পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলে — ঐ গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নানাসূত্রে আরো অনেকের সাহায্য ও অনুপ্রেরণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেয়েছি, যাদের অনেকের নামই অনুল্লেখিত রয়ে গেল, তাঁদের সকলের প্রতি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলাম।

মৃণাল কান্তি দাস

বাংলা বিভাগ
ইসলামপুর কলেজ